ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স

অবৈধ ঘোষণার

আদেশ স্থগিত

সারাদেশে লিভ টু আপিল

স্টাফ রিপোর্টার

১৯৮৬ সালের ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স (পদ মর্যাদাক্রম) অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের আদেশ ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সরকারের লিভ টু আপিলের প্রেক্ষিতে গতকাল (সোমবার) সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ মো: মোজাম্মেল হোসেন এ আদেশ দেন। এ সময়ের মধ্যে সরকারকে নিয়মিত আপিল করতে বলা হয়েছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি তিন বাহিনীর প্রধান এবং কেবিনেট সচিবসহ সচিবদের পদ মর্যাদা জেলা জজদের নিচে নামানোর আদেশ দেন হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ। এ আদেশের বিরুদ্ধে ৭ ফেব্রুয়ারি সরকার পক্ষে এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম লিভ টু আপিল করেন। চেম্বার জজের স্থগিতাদেশ পেয়ে এটর্নি জেনারেল বলেন, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স পুনর্বিন্যাস করতে হাইকোর্ট গত বৃহস্পতিবার একটি আদেশ দেন। এর ফলে একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এ কারণে আদালতের এ আদেশের বিরুদ্ধে আমরা লিভ টু আপিল করেছি। আপিলে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত আবেদনের সঙ্গে আপিলও করেছি। চেম্বার জজ আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এর ফলে সৃষ্ট অস্বস্তিকর পরিস্থিতির আপাত: অবসান ঘটলো।

'কি ধরনের অস্বাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে'- জানতে চাইলে মাহবুবে আলম বলেন, তিন বাহিনীর প্রধানের উপরে যদি জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের স্থান দেয়া হলে সারাদেশে যে পরিমাণ জুডিশিয়াল সার্ভিসের কর্মকর্তা রয়েছেন রাষ্ট্রীয় কোন অনুষ্ঠানে তাদের আসন বরাদ্দ দিতে অনেক স্থানের প্রয়োজন হবে। এটি দৃষ্টিকটু দেখায়। বর্তমান পদ মর্যাদাক্রম তালিকায় (ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স) তিন বাহিনীর প্রধানগণ, মন্ত্রিপরিষদ ও মুখ্য সচিবদের সঙ্গে ১২নম্বর অবস্থানে রয়েছেন। জেলা বিচারকরা পদ মর্যাদায় রয়েছেন ২৪ নম্বরে। হাইকোর্টের আদেশে এ ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সকে অবৈধ ঘোষণা করে ৮টি নির্দেশনা দেয়া হয়। আগামি ২ মাসের মধ্যে নতুন পদ মর্যাদা তালিকা প্রণয় করতে বলা হয়। ১৯৮৬ সালে প্রণীত ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স'র বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন ২০০৬ সালে রিটটি দায়ের করে।